প্রথম আলো

তারিখ 21 SEP 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

স্কুল খোলার পর শ্রেণিকক্ষে কান্নার রোল

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

নিতু হত্যাকাণ্ড

সকাল ১০টা ১৫ মিনিট। নবগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের কক্ষে সুনসান নীরবতা। বাংলার শিক্ষক শিমুল রানি ধর ক্লাসে ঢুকতেই তাঁকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে ছাত্রীরা। শিক্ষকের চোখেও জল।

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলার এই বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ছিল নিতু মণ্ডল। গত রোববার সকালে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে গ্রামের এক যুবকের ছুরিকাঘাতে খুন হয় সে। এরপর থেকে স্কুলের পাঠদান কর্মসূচি বন্ধ ছিল। গতকাল সকালে বিদ্যালয় খোলার পর বেলা ১১টার দিকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

গতকাল স্কুল খুললেও শিক্ষার্থী উপস্থিতি ছিল খুবই কম। নিতুর অনেক সহপাঠীই অনুপস্থিত ছিল। যারা উপস্থিত ছিল, তারা সবাই শোকগ্রস্ত। শিক্ষকেরাও মেনে নিতে পারছেন না নিতুর এই নির্মম মৃত্যু।

শিমুল রানি ধর বলেন, 'নিতুর মতো হাস্যোজ্জ্বল, চঞ্চল একটি মেয়েকে কেউ মেরে ফেলতে পারে, এটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। মেয়েটা সবাইকে হাসাত। এখন তার জন্য পুরো স্কুল কাঁদছে।'

নিতুর দুই সহপাঠী রাত্রি বাড়ৈ ও উদিতা সরকার বলে, 'নিতু নেই, ভাবতেই পারছি না। ঘাতকের আঘাতে কেন তাকে মরতে হলো? স্কুলে আসার পথে আমাদের নিরাপত্তা কে দেবে?'

প্রধান শিক্ষক সহদেব বাড়ৈ বলেন, 'নিতুকে সবাই খুব ভালোবাসত। ওর মৃত্যু কেউই মেনে নিতে পারছি না।'

নবগ্রামের বাসিন্দা আরতি সরকার বলেন, 'আমরা মেয়েদের কখনো স্কুলে পৌঁছে দিতাম না। মেয়েরা একা একাই যেত। নিতু হত্যার পর সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি।'

গতকাল নিতুর বাড়ি ও তার স্কুলে যান মাদারীপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সুভাস চন্দ্র ওঝা।

নবগ্রামের নির্মল মণ্ডলের মেয়ে নিতুকে গত রোববার সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় একই গ্রামের যুবক মিলন মণ্ডলকে আটকের পর পিটুনি দিয়ে পুলিশে দেয় গ্রামবাসী। তাঁকে আসামি করে গত রোববার রাতে কালকিনির ডাসার থানায় মামলা করেন নির্মল মণ্ডল।